সুপেয় পানির অভাবে ৪৬৭ জন কাটাচ্ছেন দুর্বিষহ জীবন

“পানির অপর নাম জীবন” কিন্তু সেই পানিই আজ জীবনকে বিষাক্ত ও বিপন্ন করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, আধুনিক কৃষিতে বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা ও দর্শনা এলাকায় এর প্রভাব মারাত্মক।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা গ্রামে ২৫৮টি টিউবওয়েলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এ গ্রামে প্রায় ৪০০ জন নারী- পুরুষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন। গত ২৫ বছরে এ গ্রামে আর্সেনিকজনিত রোগে মারা গেছেন ১৪ জন। অন্যদিকে, দর্শনার ডিহিকৃষ্ণপুর গ্রামের গাবতলা পাড়ায় প্রায় ১৮৫ জন আক্রান্ত এবং ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮ জনে।

আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই আছেন দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক যন্ত্রণায়। কারও কারও হাত-পায়ে গুটি, বাদামি দাগ, চামড়া পুরু হয়ে যাওয়া, আঙুল বেঁকে যাওয়া এবং অসাড়তা দেখা যাচ্ছে। কারও পেটের সমস্যা, খাদ্য হজমে ব্যাঘাত, এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত দেখা দিচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্র জানায়, আর্সেনিক আক্রান্তদের মধ্যে অন্তত ২৫০ জন স্বাস্থ্য কার্ডধারী।

২০০২ সালে জাপানি উন্নয়ন সংস্থা জাইকার সহায়তায় বড় দুধপাতিলা গ্রামে একটি আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্যাংক স্থাপন করা হলেও এখন তা অকেজো হয়ে পড়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ও এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথের বাস্তবায়নে বড় দুধপাতিলা ও হরিরামপুর গ্রামে ৪০ লাখ ৪২ হাজার ৭০০ টাকা ব্যয়ে দুটি পাইপ লাইন ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ১৬৮টি পরিবার সেখানে কমমূল্যে বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে। এগুলোর একটি পরিচালনা করছেন বড় দুধপাতিলা গ্রামের বকুল হোসেন।

তবে এসব ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ডিহিকৃষ্ণপুর গাবতলা পাড়ার বাসিন্দারা প্রতিদিন ৩-৪ বার অন্যের বাড়ি থেকে পানি সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সেখানকার যুবক সবুজ জানায়, তাদের

গ্রামে ১৯৯৯ সালেই প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে। এখনো অনেক টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিকযুক্ত, কিন্তু বিকল্প না থাকায় বাধ্য হয়ে সেটাই ব্যবহার করতে হচ্ছে।

জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের তথ্যমতে, দামুড়হুদা উপজেলায় ১১,০২২টি শ্যালো টিউবওয়েলের মধ্যে ৮,৬২৩টি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ১,৮৬৪টি টিউবওয়েলে আর্সেনিক রয়েছে। দর্শনা পৌরসভায় পরীক্ষা করা ৪,৭৭৩টি টিউবওয়েলের মধ্যে ১,০৬৭টিতে আর্সেনিক ধরা পড়ে।

ভুক্তভোগীরা জানান, আর্সেনিকজনিত রোগের স্থায়ী চিকিৎসা নেই। এ অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে নতুন একটি আর্সেনিকমুক্ত ডিপ টিউবওয়েল বসানোর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়াউদ্দিন বলেন, “প্রথমে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, এরপর আক্রান্তদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।”
এদিকে, জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আমিনুল ইসলামের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

দামুড়হুদায় স্কুল শিক্ষিকাকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন

দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা, দুই সন্তানের জননী, পরকীয়ার জেরে ভাসুরের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় একজন শিক্ষিকার এমন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর উদ্যোগে স্কুলের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নিয়ে ইউএনও, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং দামুড়হুদা মডেল থানার বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

রোববার সকাল ১০টার দিকে কোষাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

সামনে মানববন্ধন শেষে বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা গ্রামের মৃত শুকুর আলীর ছেলে জালালের সঙ্গে দীর্ঘ ২৩ বছর আগে চুয়াডাঙ্গা ঈদগা পাড়ার রবিউলের মেয়ে সানজিদা খাতুন পলির বিয়ে হয়। ২০০৫ সালে জালালের পিতা শুকুর আলী ছেলে ও পুত্রবধূর সুখের কথা চিন্তা করে কোষাঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ বিঘা জমি দান করেন। এই জমির বদৌলতে বউমা সানজিদা খাতুন পলির চাকরি হয়।

দীর্ঘ আট বছর ওই স্কুলের কোনো শিক্ষকের বেতন হতো না। পরে ২০১৩ সালে কোষাঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিভাবে নিবন্ধিত হওয়ার পর থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন চালু হয়। এরপর থেকে প্রতিমাসে বেতন তুলে সংসার ভালোভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিলেন দম্পতি। তাঁদের ঘরে জন্ম নেয় দুটি ছেলে সন্তান বড় ছেলে নবম শ্রেণির ছাত্র এবং ছোট ছেলে প্রথম শ্রেণির ছাত্র।

তাদের রেখে ২০২৪ সালের শুরু থেকে সানজিদা খাতুন পলি, জুরানপুর গ্রামের আত্তাব মল্লিকের ছেলে, তিন সন্তানের জনক হাসিবুরের সঙ্গে মোবাইল ফোনে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। গত ২১/০২/২৫ তারিখে সানজিদা খাতুন পলি স্বাক্ষরিত তালাকনামা গোপন রেখে জালালের সঙ্গে সংসার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরে ০২/০৫/২৫ তারিখে তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যান হাসিবুরের সঙ্গে।

এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে স্কুলের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেন। এলাকাবাসী ও বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের দাবি তাঁকে চাকরি থেকে অপসারণ করতে হবে। কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা যেন এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত না হন, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চান তারা।

এ বিষয়ে জালাল উদ্দিন বলেন, “আমার বাবার নিজের জমি দিয়ে আমার স্ত্রীকে চাকরি দিয়েছিলাম। আর সে এখন আমার ঘর থেকে টাকা ও আমার মায়ের গয়না নিয়ে অন্য পুরুষের হাত ধরে পালিয়েছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।”

কোষাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সানজিদা খাতুন পলির মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, “এই ধরনের ঘটনা শোনার পর স্কুলে আসতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। এলাকার মানুষ নানা ধরনের কথা বলছে। স্কুলের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ হয়েছে। এর সুষ্ঠু বিচার হওয়া প্রয়োজন। আমি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।”

উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান বলেন, “বর্তমানে আমাদের স্কুল ছুটিতে রয়েছে। এই অবস্থায় কে কোথায় যাচ্ছে, তা আমাদের জানা নেই। তবে ঘটনা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র বলেন, “ঘটনাটি সম্পর্কে আমি অবগত আছি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে বিনামূল্যে চাল বিতরণ

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে বিনামূল্যে চাল বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টায় ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় এ চাল বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় প্রতিটি পরিবারকে ১০ কেজি করে চাল দেওয়া হয়। মোট ২,৬৮৮ জন উপকারভোগীর মাঝে এ চাল বিতরণ করা হয়।

চাল বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার

সিদ্দিকী, ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ওবায়দুল হক, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান এবং ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, আব্দুল হান্নান পটু, রিকাত আলীসহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ।

চাল বিতরণ কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ মনিরুজ্জামান।

দামুড়হুদায় শহীদ জিয়াউর রহমানের ৪৪ তম শাহাদাত বার্ষিকী পালিত

দামুড়হুদা উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদৎবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে দামুড়হুদা ব্রীজ রোডস্থ দলীয় কার্যালয়ে জাতীয়, দলীয় ও শোক পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দিবসটির কর্মসূচির শুরু করা হয়।

পতাকা উত্তোলন করেন,উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ও উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ছালমা জাহান পারুল, দামুড়হুদা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক আনছার আলী, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম লিটন, উপজেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আতিয়ার রহমান চুন্নু, রোকনুজ্জামান তোতাম, শামসুল আলম প্রমুখ।

এছাড়া উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে দিনভর চলা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৪ তম শাহাদৎবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া

মাহফিল, স্মরণ সভা ও দরিদ্রদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

এসব অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, দামুড়হুদা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক আনছার আলী, কার্পাসডাঙ্গা দামুড়হুদা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম লিটন, উপজেলা কৃষকদলের নেতা রোকনুজ্জামান তোতাম, শামসুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় ভূমি মেলা উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় ভূৃমি মেলা উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে ” নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করি নিজের জমি সুরক্ষিত রাখি “এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলা ভূমি প্রশাসনের আয়োজনে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের সহযোগীতায় এই র্যলি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন, দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক অপারেশন হিমেল রানা, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি মাওলানা মামুনুর রশীদ, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, উপজেলা জামাত ইসলামির সেক্রেটারী জেনারেল আবেদ – ঊদ – দৌলা টিটন, সার্ভেয়ার সুজন মোলা, প্রধান সহকারী সোহেল রানা, কম্পিউটার অপারেটর মশিউর রহমান, সার্টিপিকেট পেশকার আনিসুর রহমান, সায়রাত সহকারী শহিরুল ইসলামসহ উপজেলার সাত ইউনিয়নের সহকারী ভূমি কর্মকর্তাগণ।

দামুড়হুদায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

দামুড়হুদায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে প্রস্ততি মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এই প্রস্ততিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়!

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা লীলিমা আক্তার হ্যাপী, অতিরিক্ত কৃর্ষি কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, পুলিশ পরিদর্শক অপারেশন্স হিমেল রানা, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা জামাতের আমীর নায়েব আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, জেলা যুব দলের সহ-সভাপতি আনিসুজ্জামান বিশ্বাস, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবুসহ উপজেলার বিভিন্ন ঈদগা কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ।

প্রস্তুতি সভায় বক্তারা এলাকা ভিত্তিক উপজেলা প্রশাসনের দেওয়া নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা, একই এলাকায় ছোট ছোট নামাজের জামাত না করে বড় আকারের জামাতের ব্যবস্থা করে নামাজ আদায় করা, সুস্থ ও সবল পশু কোরবানির জন্য নির্বাচন করা।

চামড়া সিন্ডিকেট বন্ধ করে সরকার নির্ধারিত মূল্যে চামড়া ক্রয়ে বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা করা, যথাযথভাবে পশুর চামড়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, কোরবানির পশু হাটে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা,হাটে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, সীমানান্তে অবৈধ কোরবানি পশুর অনুপ্রেবশে বন্ধে বিজিবি টহল বাড়ানো।

পরিবেশ সম্মতভাবে কোরবানির পশু জবাই করে সঠিক বর্জ্য

ব্যবস্থাপনা করা। ঈদুল আযহা উপলক্ষে পাড়া মহল্লায় পটকা ফোটানো, উচ্চস্বরে গান বাজনা না করা, আঞ্চলিক সড়ক গুলোতে ফিটনেস লাইসেন্সবিহীন যানবাহন ও দ্রুত গতি সম্পন্ন মোটরসাইকেল চালানো থেকে বিরত থাকাসহ আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহার উৎসব চলাকালীন সময় পর্যন্ত সার্বিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখার উপর গুরুত্বরোপ করে আলোচনা করা হয়।

দামুড়হুদায় ধান শুকাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

দামুড়হুদায় ঘরের ছাঁদে ধান শুকাতে গিয়ে নাসিমা খাতুন(৪৫) নামে এক মধ্যবয়সী নারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত নাসিমা খাতুন উপজেলার নতুন বাস্তপুর গ্রামের স্কুল পাড়ার গোলাম মস্তফা ওরফে ফয়মদ্দীনের স্ত্রী।

আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১১ টার দিকে নিজ ঘরের ছাঁদ থেকে পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।প্রতিবেশীরা জানায়, সকালে ধান সিদ্ধ করে নীজের বাড়ীর ছাঁদে শুকাতে দেয়। পরে বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে নাসিমা ছাঁদে উঠে ধান উল্টাছিল এ সময় সে অসাবধানতা বসত ছাঁদ থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্নক আহত হয়।

পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়। হাসপতালের বহিৃবিভাগের চিকিৎসক ডাঃ শাপলা খাতুন পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষনা করেন। ডাঃ শাপলা খাতুন বলেন, হাসপাতালে পৌছানের আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।
দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,ছাঁদে ধান শুকাতে গিয়ে ছাঁদ থেকে পড়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তবে এখনো কেউ কোন অভিযোগ করেনি।

দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক গ্রেফতার

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ও র্যাব এর যৌথ অভিযানে ঢাকা আশুলিয়া থেকে ধর্ষণ মামলার পালাতক আসামি দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক সাজিদ হাসান কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ভোড় ৪ টার দিকে ঢাকা র্যাব-৪ এর সহযোগীতায় আশুলিয়া থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার শেষে তাকে দুপুরেই দামুড়হুদা মডেল থানায় আসামিকে হস্তান্তর করা হয়। মোঃ সাজিদ হাসান (৪০) দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত মদনা গ্রামের মোঃ ওহিদুজ্জামান এর ছেলে, বর্তমানে দামুড়হুদা গুলশানপাড়া (আত্মবিশ্বাস এনজিও’র বিল্ডিং এর দ্বিতীয় তলার ভাড়াটিয়া) এবং দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাষক। এঘটনায় ইতিপূর্বেই উক্ত শিক্ষককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

থানা সুত্রে জানাগেছে, বিগত ২০২০ খ্রিঃ সালে বাদী মোছাঃ সাবরিনা আক্তার শান্তনা দামুড়হুদা থানাধীন ‘দামুড়হুদা পাইলট গালস স্কুল এন্ড কলেজ’এ ৯ম শ্রেণীতে লেখা-পড়াকালীন সময় থেকে উক্ত আসামীর নিকট প্রাইভেট পড়ে আসছিল। বাদী ৯ম শ্রেণীতে লেখা-পড়াকালীন সময়ে উক্ত আসামী বাদীকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় কিন্ত সে বাদীর শিক্ষক হওয়ায় এবং বাদীর থেকে বয়সে অনেক বড় হওয়ায় বাদী আসামীর প্রেমের প্রস্তাবে রাজি হয়না। পরবর্তীতে আসামী বিভিন্ন কৌশলে বাদীকে তার প্রেমের জালে ফাসাঁয় এবং বাদীকে বিয়ের প্রলোভন সহ বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে ফুসলাইয়া বাদীর সাথে শারিরীক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

আসামী প্রায় তার প্রাইভেট পড়ানোর রুমে বাদীকে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করতো। বিগত ২০২০ খ্রিঃ হতে অদ্যাবদি উল্লেখিত আসামী বাদীকে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে ফুসলাইয়া বহুবার ধর্ষণ করেছে। সর্বশেষ ঘটনার দিন গত ০১/০৩/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ বিকাল অনুমান সাড় ৪ টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন দামুড়হুদা গুলশানপাড়া গ্রামস্থ জনৈক কুতুব মাস্টারের বাড়ীর নিচতলা আসামীর ভাড়া নেওয়া প্রাইভেট পড়ানোর রুমের মধ্যে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে বাদীকে ধর্ষণ করে মর্মে বাদী তাহার এজাহারে উল্লেখ করেন। সার্বিক তদন্তে ও ধৃত আসামী’কে জিজ্ঞাসাবাদে উল্লেখিত আসামী অত্র মামলার ঘটনার

সাথে জড়িত আছে মর্মে প্রাথমিক তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে।

এছাড়া তদন্তকালে আরও জানাযায় যে, ধৃত আসামীর বিরুদ্ধে একাধিক ছাত্রী এবং অভিভাবক যৌন নিপীড়ন এর লিখিত অভিযোগ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর দাখিল করেছিলেন, যাহার একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে ধৃত আসামীকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় অর্থদন্ড প্রদান করেন এবং অন্যান্য অভিযোগ গুলি লিখিত ও মৌখিকভাবে সতর্ক করে। উক্ত আসামীকে নিয়ে শিক্ষক, ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে।বর্তমানে মামলাটির তদন্ত চলছে। দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নং—১৮, তাং—২৫/০৪/২০২৫ খ্রিঃ, ধারা— ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৯(১)।
এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ হুমায়ুন কবির বলেন, ঢাকা আশুলিয়া থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকালই আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় বাংলাদেশ প্রধান শিক্ষক সমিতির কমিটি গঠন

দামুড়হুদায় বাংলাদেশ প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক সমিতির ২১ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিবার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব আবু হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটি গঠন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি সংগ্রামী ও বিপ্লবী নেতা মোঃ মনিরুজ্জামান মনির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সংগ্রামী নেতা মোঃ রফিকুল হাসান তনু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ।

গতকাল সোমবার সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা দশমী সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপজেলার সকল প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ প্রধান শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ২১ সদস্যের দামুড়হুদা উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটিতে কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন প্রধান শিক্ষক মোঃ শরিফ উদ্দীন (রামনগর স: প্রা: বি:), সাদিকুর রহমান সিনিয়র সহ-সভাপতি (ইব্রাহীমপুর সঃ প্রাঃ বিঃ), ওয়াসিমা রিংকু সহ-সভাপতি (১) (নাটুদহ সঃ প্রাঃ বিঃ), মোছাঃ শামীমা পারভীন সহ সভাপতি (০২) (জয়রামপুর সঃ প্রাঃ বিঃ), খন্দকার আফরোজ্জামান সাধারণ সম্পাদক (মাজারপোতা স: প্রা: বি:), খুরশিদা খাতুন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুড়াপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ), শাহানাজ পারভিন সাংগঠনিক (বাড়াদি সঃ প্রাঃ বিঃ) আশরাফুল হক কোষাধক্ষ্য (মুন্সিপুর সঃ প্রাঃ বিঃ), মোছাঃ সেলিনা পারভীন সহকারী কোষাধক্ষ্য (ফকিরপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ), জাহিদুল ইসলাম তথ্য সম্পাদক (জিরাট সঃ প্রাঃ বিঃ), গোলাম মর্তুজা ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক (চন্ডীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ), ইয়াসনবী ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক (দঃ চাঁদপুর সঃ প্রাঃ বিঃ), নাজমা খাতুন আইন বিষয়ক সম্পাদক (দঃ কলাবাড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ), লাইলুন্নাহার দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক (মজলিশপুর সঃ প্রাঃ বিঃ), মামুন আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক (হাউলী সঃ প্রাঃ বিঃ), মোঃ হযরত আলী প্রচার বিষয়ক সম্পাদক (কুনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ)।

এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে মমতাজ খাতুন, লতিফা, মোছাঃ আনজুমান আরা, মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন, মোছাঃ শাহানাজ পারভীন নির্বাচিত হয়েছেন।

সভা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে এই ২১ সদস্যের কমিটির নাম ঘোষণা করেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু।

দামুড়হুদায় জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতার-২

দামুড়হুদায় জমিজমা সংক্রান্ত মারামারি মামলায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। আজ রবিবার সকালে ও বিকালে

তাদের দুইজনকে আলাদা ভাবে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী আরিফুল দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি এজাহার দায়ের করে। এরই প্রেক্ষিতে দুইজন এজাহার নামীয় আসামিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলো জয়রামপুর গাতিরপাড়ার মৃত লালু মন্ডল এর ছেলে মোঃ আজিত (৪৫) এবং আজিত এর ছেলে মোঃ নাঈম হোসেন (১৯)।

জানাগেছে, গত ০৮/০৫/২০২৫ইং তারিখে জয়রামপুর মালিথা পাড়ার মোঃ আক্তার হোসেন (৫৫) এর ছেলে আরিফুল মোটরসাইকেল যোগে তার পিতাকে নিয়ে জয়রামপুর ইস্টিশন থেকে বাড়ি ফিরছিলো। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ের জের ধরে আসামিরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাদের মোটরসাইকেল রোধ করে এবং পিতা পুত্রকে এলো পাতাড়ি মাথাই কুপিয়ে মারাত্মক যখন করে।

যার ফলে আক্তার হোসেন এখন রাজশাহী মেডিকেলে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। গতকাল লাইফ সাপোর্টে আক্তার হোসেন এর মাথায় একটা বড় ধরনের অপারেশন করা হয়েছে। শুধু তাইনা তার শরীরে নাকি এসিড মারা হয়েছে। যার কারণে যেখানে এসিড লেগেছে সেখানে পুড়ে গেছে। শরীরে এসিডের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আরিফুল নিজেও আক্রমণের স্বীকার হয়ে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

এ ঘটনাই ভুক্তভোগী আরিফুল দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি এজাহাদার করে। বিষয়টি আমলে নিয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ দুইজন এজাহার নামীয় আসামিকে গ্রেফতার করে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ের মামলায় দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল একজনকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয় এবং আজ একজনকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।